দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 19 JAN 1994 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

বুয়েট উপাচার্যের অপসারণ দাবি

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

গতকাল মঙ্গলবার সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ও ইউকসু আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে অবিলম্বে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) উপাচার্যকে অপসারণ করার দাবি জানানো হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান ছাত্রলীগ (বা-কা) বুয়েট শাখার সভাপতি হাসিব মোঃ শাকুর। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ইউকসু জিএস চৌধুরী সালাউদ্দিন টিটো, এজিএস ফোরকান বিন কাশেম,

বুয়েট ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৮

বুয়েট ঃ অপসারণ দাবি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বুয়েট শাখার সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান মানিক ও সাধারণ সম্পাদক নাজমুস সাকিব নিপুণ, ছাত্রলীগ (ম-ই) বুয়েট শাখার সভাপতি মজুরুল হক মঞ্জু ও সাধারণ সম্পাদক আতাউল মাহমুদ, ছাত্র ইউনিয়ন বুয়েট শাখার সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার সাদাত, ছাত্রলীগের (বা-কা) বুয়েট শাখার নেতা রেজাউল ইসলাম মামুন এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট বুয়েট শাখার নেত্রী মজুরা হক নীলা ও আহমেদ উল্লাহ।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য প্রশাসন পরিচালনায় সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে উপাচার্য কারো মতামতের তোয়াক্কা না করেই একের পর এক স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছেন।

বলা হয়, গত ৮ই ডিসেম্বর থেকে ৪ঠা জানুয়ারি পর্যন্ত ২৮ দিন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ধর্মঘট করার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের দাবি মেনে নেন। আমাদের প্রশ্ন, শিক্ষকদের যথার্থ দাবি যদি কর্তৃপক্ষ মেনেই নিলেন তাহলে কেন আমাদের জীবন থেকে ঝরে গেল ২৮টি দিন?

অভিযোগ এনে বলা হয়, এ উপাচার্য দায়িত্ব নেবার পর থেকে দফায় দফায় হলে ভর্তি ফি, মার্কশীট, সার্টিফিকেট ফি, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফি কয়েক গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। হলের ক্যান্টিন, সেলুন, দোকান, লন্ড্রি, ক্যাফেতে প্রশাসনিক ট্যাক্স বসানো হয়েছে যে ট্যাক্সের টাকা প্রকারান্তরে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নিকট থেকে আদায় করা হচ্ছে।

কর্মচারী ঐক্য পরিষদ

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ঐক্য পরিষদ আয়োজিত এক সমাবেশ থেকে বুয়েট কর্মচারী অহিদ মিয়ার হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচার এবং উপাচার্য কর্তৃক কর্মচারীদের হয়রানি, নির্যাতন বন্ধের দাবি জানানো হয়। সমাবেশ থেকে আগামীকাল বুধবার ও বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ মিছিল এবং আগামী শনিবার ও রোববার ধর্মঘটের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

সমাবেশে বক্তৃতা করেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ঐক্য পরিষদের সভাপতি মোঃ আবদুর রশিদ মিয়া, মহাসচিব মোঃ আবদুস সাত্তার, আবদুল করিম, মফিজউদ্দিন, আনোয়ার আলী প্রমুখ।

ক্যাম্পাসে সংঘর্ষ

গত সোমবার রাত সাড়ে ১১টায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশ ৮/১০ রাউন্ড টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। পরে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা একাডেমিক কাউন্সিল ভবনের কাঁচ ভাঙচুর করে।